একক ২ ❑ গবেষণা প্রক্রিয়া

গঠন

২.১ উদ্দেশ্য

২.২ প্রস্তাবনা

২.৩ সমাজ বিজ্ঞান

২.৪ সামাজিক গবেষণা

২.৪.১ সামাজিক গবেষণার প্রকারভেদ

২.৪.২ সামাজিক গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়

২.৪.৩ সামাজিক গবেষণার ব্যবহার ও অপব্যবহার

২.৫ মূল্যবান নিরপেক্ষ সমাজ বিজ্ঞান

২.৬ সারাংশ

২.৭ অনুশীলনী

২.৮ উত্তর সংকেত

২.৯ গ্রন্থপঞ্জী

২.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে যা জানা যাবে, তা হল ঃ

- সামাজিক গবেষণার ধারণা
- সামাজিক গবেষণার প্রকারভেদ সংক্রান্ত ধারণা
- সামাজিক গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়ের পরিচয়
- সামাজিক ব্যবহার ও অপব্যবহারগত দিক

২.২ প্রস্তাবনা

সমাজবিজ্ঞান প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের আদলে, সমাজ বিষয়ক জ্ঞান। বিজ্ঞানের জ্ঞান কোনো বিশ্বাস, ঐতিহ্য অনুমান বা সংস্কার ভিত্তিক জ্ঞান নয়। বিশেষ পদ্ধতি প্রয়োগে এই জ্ঞান অর্জন করতে হয়। সমাজ তত্ত্বের ক্ষেত্রে বিশেষ

জ্ঞানার্জন প্রক্রিয়া হল সামাজিক গবেষণা। সামাজিক গবেষণার মাধ্যমে উপস্থিত জ্ঞানের পরিমার্জন এবং নূতন জ্ঞানের সংযোজন ঘটে থাকে। উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ইত্যাদি ভেদে সামাজিক গবেষণা বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। গবেষণা বর্ণনা মূলক, ব্যাখ্যামূলক, তাত্ত্বিক, প্রয়োগমূলক প্রভৃতি ধরনের হয়ে থাকে। মোটামুটিভাবে সব গবেষণাই কতকগুলি পর্যায়ক্রমে অনুসৃত হয়ে থাকে। এই পর্যায়গুলি গবেষণাকে এক সুসংবদ্ধ প্রক্রিয়া রূপে উপস্থাপন করে। তবে গবেষণার দ্বারা জ্ঞানার্জন, জ্ঞানের পরিশীলন এবং কোনো বাস্তব সমস্যার সমাধান করা হলেও অনেক সময় কোনো অবাঞ্ছিত লক্ষ্যেও গবেষণা করা হয়ে থাকে। যেমন, কোনো অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক কায়েমি স্বার্থের অনুকূল ভাবধারা প্রচারের জন্য গবেষণা করা হতে পারে। একইক্রমে, কোনো কর্মসূচীর রূপায়ণ সংক্রান্ত সংবাদকে অতিরঞ্জিত বা অববর্ণিত করার জন্য গবেষণা করা হতে পারে। এক্ষেত্রে গবেষণার নিরপেক্ষতা ক্ষুণ্ণ হয়ে থাকে। তাই, গবেষণায় গবেষককে মূল্যমান নিরপেক্ষ হতে হয়। মূল্যমানক্রমে গবেষণায় বিষয় বা প্রশ্ন মনোনয়ন করা যায়। কিন্তু, গবেষণা প্রক্রিয়া মূল্যমান নিরপেক্ষ হওয়া দরকার।

২.৩ সমাজতত্ত্ব

সমাজতত্ত্বের জনক অগাষ্ট কোঁৎ (Auguste Comte) সমাজ তত্ত্বকে (Sociology) সকল বিজ্ঞানের রাণী হিসাবে অভিহিত করেন। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পদ্ধতি অনুসরণে সমাজের অনুশীলন করে সমাজ সংক্রান্ত সাধারণ সূত্র নির্ধারণ সমাজবিজ্ঞান চর্চার অন্যতম উদ্দেশ্য। এই পদ্ধতি দৃষ্টবাদী পদ্ধতি (Positvist Method) নামে পরিচিত। এই পদ্ধতি কয়েকটি অনুমান নির্ভর ঃ সমাজে ব্যক্তির আচরণ নিয়মানুগভাবে অনুসৃত হয়, বস্তুনিষ্ঠ গবেষণার দ্বারা ঐ নিয়ম নির্দেশ সম্ভব হয়ে থাকে, ঐ নিয়ম সর্বজনীন এবং সর্বকালীন হয়ে থাকে। এমিল ডুর্খেম (Emile Durkheim) এই দৃষ্টিভঙ্গীর এক পথপ্রদর্শক প্রবক্তা। তাঁর মতে সামাজিক ঘটনার (social facts) পর্যবেক্ষণ সূত্রে তথ্যাবলীর পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণসূত্রে ঐ ঘটনার সাথে অন্য কোনা ঘটনার সহগমন সম্পর্ক নির্দেশ করা যায়। ডুর্খেম তাঁর 'আত্মহনন' (suicide) সংক্রান্ত গবেষণায় এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে আত্মহননের সাথে সামাজিক সংহতির (social cohesion) সম্পর্ক খুঁজে পান। দৃষ্টবাদী পদ্ধতি অনুসরণে ডুর্খেমের এই দৃষ্টান্তমূলক (exemplary) গবেষণা-ধরন পরবর্তীকালে সফলভাবে খুব একটা অনুসৃত হয়নি (Lenski : 1986)। ফলে সমাজবিজ্ঞানে এখনো সামান্যীকরণস্তর (generalization level) অনুযায়ী উচ্চনীচক্রমে (hierarchically) সুবিন্যস্ত সাধারণসূত্র নির্ধারণ সম্ভব হয়নি, যা থেকে অবরোহী অনুমান (deductive inference) সূত্রে পরীক্ষাযোগ্য কোনো পূর্ব নির্দেশ (prediction) বা প্রকল্প গঠন (hypothesis) সম্ভব হতে পারে। এদিক থেকে তত্ত্ব খণ্ডনের (refutation) কোনও অবকাশ না থাকায় সমাজ বিজ্ঞানে বিজ্ঞানপদবাচ্যতা নিয়ে ওঠে। তাই কার্ল পপার (Karl Popper) সমাজবিজ্ঞানকে মেকি-বিজ্ঞান (pseudoscience) বলে অভিহিত করেন। এছাড়া, সমাজ বিজ্ঞানের অন্যান্য দৃষ্টিভঙ্গী থেকেও (Perspective) সমাজবিজ্ঞানের বিজ্ঞানপদবাচ্যতা প্রশ্নাতীত নয়। আন্তঃক্রিয়াবাদী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে (Interactionist Perspective) হুইটলেম ডিলথে (Whitlem Dilthey) এরূপ মত পোষণ করেন যে, সচেতন ও বিচার বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের আচরণ কোনও নিয়মের নিগড়ে যান্ত্রিকভাবে অনুসৃত হয় না। মানুষ স্বাধীনভাবে তার ক্রিয়াকলাপ অনুসরণ করে থাকে। সুতরাং প্রাকৃতিক

বিজ্ঞানের অনুসরণে মানবিক আচরণের পূর্বনির্দেশ বা কার্য-কারণ ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। প্রপঞ্চবাদী দৃষ্টিভঙ্গী থেকে (Phenomenological Perspective) হুসেরল (Husserl) দৃষ্টিবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর নৈর্ব্যক্তিকতা (objectivity) নির্ভর বিজ্ঞান মনস্কতার সমালোচনা করেন। এক্ষেত্রে ব্যক্তির মনন (subjective meaning)-কেই মানবিক আন্তঃক্রিয়ার মূলসূত্র বলা হয়ে থাকে। সম্প্রতি আধুনিকোত্তর দৃষ্টিভঙ্গীতেও (Postmodernist Perspective) সমাজবিজ্ঞানের বিজ্ঞানপদবাচ্যতা অস্বীকার করা হয়ে থাকে। এই দৃষ্টিভঙ্গীতে ব্যক্তিগত মননের স্থিতিশীলতা এবং ব্যক্তিসত্ত্বার (self) ধারণা খণ্ডন করা হয়ে থাকে। এছাড়া প্রথাগত গবেষণা পদ্ধতি এবং ঐ পদ্ধতিগূত্রে জাত সমাজ সম্পর্কে কোনা সামগ্রিক ধারণার (metanarrative) নিশ্চয়তা পরিহার করে সমাজসংক্রান্ত বহুবিধ বক্তব্যকে (multiple narrative) স্বাগত জানানো হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, সব বক্তব্যই সমগুরুত্ব সম্পন্ন হয়ে থাকে কোনোটি বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী হয় না। বদ্রীলাড়ের (Baudrillard) মতে খণ্ডিত এবং সংগতিবিহীন আধুনিকোত্তর সমাজের সংব্যাখ্যানে সমাজবিজ্ঞান (sociology) অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। কিন্তু ই.সি.কাফ, ডব্লু. ডব্লু শারক এবং ডি. ডব্লু. ফ্রান্সিস (E. C. Cuff, W. W. Sharrock & D. W. Francis) এর মতে সমাজবিজ্ঞানের জ্ঞান সমাজ সম্পর্কে কোনো চরম সত্যের নির্দেশ না দিতে পারলেও সমাজের কোনো সমস্যা বোঝার ক্ষেত্রে এবং সমাধান সূত্র নির্দেশের ক্ষেত্রে সহায়ক হয়ে থাকে। গিডেনস্ (Giddens) এর মতে তাঁর ভাষায় এটা হল ''recursiveness of social knowledge''। এদিক থেকে সমাজ বিজ্ঞানের জ্ঞান প্রয়োজনীয় হওয়ায় সমাজ বিজ্ঞান এবং তার সঙ্গে সামাজিক গবেষণাও প্রাসঙ্গিক হয়ে থাকে।

অনুশীলনী - ১

১। দৃষ্টিবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর কয়েকটি সূত্র উল্লেখ করুন।

২। ডুর্খেমের 'আত্মহনন' সংক্রান্ত গবেষণার দৃষ্টান্তমূলক দিক কী?

৩। কার্ল পপার সমাজবিজ্ঞানকে মেকি-বিজ্ঞান বলার কারণ কী?

৪। হুসেরল 'নৈর্ব্যক্তিকতা' পরিহারের নির্দেশ দেন কেন?

২.৪ সামাজিক গবেষণা

সমাজ সম্পর্কিত জ্ঞান বিভিন্ন সূত্রে পাওয়ায় যেতে পারে। এক্ষেত্রে ঐতিহ্য, কর্তৃত্ব প্রচার মাধ্যম সাধারণ বোধ ও ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এইসব সূত্রে অর্জিত বা প্রাপ্তজ্ঞান বৈজ্ঞানিক জ্ঞান হয় না। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বিশেষ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে অর্জন করতে হয়। এই বিশেষ প্রক্রিয়া হল সামাজিক গবেষণা। পি. ভি. ইয়ং (P. V. Young) এর মতে সামাজিক গবেষণা হল যুক্তিসিদ্ধ এবং সুসংবদ্ধ কৌশল প্রয়োগকারী এক প্রক্রিয়া যার লক্ষ্য হল পুরানো তত্ত্বের সত্যাসত্য বিচার করা, নতুন তথ্য আবিষ্কার এবং প্রচলিত কোনো তত্ত্বের নিরিখে প্রাপ্ত তথ্যাবলীর মধ্যে কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্দেশ করে মানুষের সামাজিক

আচরণের বিশ্লেষণের তাত্ত্বিক কাঠামো নির্মাণ করা। ডি. স্লোসিংগার এবং এম. স্টিভেনসন (D. Slessinger & M. Stevenson) এর মতে সামাজিক গবেষণা হল উপস্থিত জ্ঞানের বিস্তার, পরিমার্জন এবং সত্যায়নের জন্য ধারণা প্রতীক এবং বস্তুসমূহের সুনিপুণ প্রয়োগ (The manipulation of things, concepts or symbols for the purpose of generalizing to extend, correct or verify knowledge)।

অনুশীলনী - ২

১। গবেষণা ছাড়া সমাজসংক্রান্ত জ্ঞানলাভের অন্যান্য সূত্রগুলি উল্লেখ করুন।

২। সামাজিক গবেষণা বলতে কী বোঝায়?

২.৪.১ সামাজিক গবেষণার প্রকারভেদ

লক্ষ্য (motive), উদ্দেশ্য (purpose) এবং কালগত দিক (time dimension) থেকে সামাজিক গবেষণার বিভিন্নরূপ উল্লেখিত হয়ে থাকে। লক্ষ্যগত দিক থেকে তাত্ত্বিক গবেষণা (pure research) এবং প্রয়োগমূলক গবেষণা (applied research), উদ্দেশ্যগত দিক থেকে অনুসন্ধানমূলক গবেষণা (exploratory research), বর্ণানামূলক গবেষণা (descriptive research), ব্যাখ্যামূলক গবেষণা, কালমাত্রার দিক থেকে সময়ান্তরে গবেষণা (longitudinal study) এবং আড়া-আড়ি এক অংশের গবেষণা (cross sectional study) উল্লেখিত হয়ে থাকে।

তাত্ত্বিক গবেষণা ঃ

নিছক জানার জন্য বা জ্ঞানলাভের জন্য অনুসৃত গবেষণা তাত্ত্বিক, মৌলিক বা শুদ্ধ গবেষণা বলে অভিহিত হয়ে থাকে। এই গবেষণায় সমাজ এবং সমাজসংশ্লিষ্ট মানুষের আচরণ সম্পর্কে মৌল ধারণা, সাধারণসূত্র বা তত্ত্বনির্দেশ করা হয়ে থাকে। এই ধরনের গবেষণা সমাজে যা আছে তার বর্ণনা বা ব্যাখ্যা দিয়ে থাকে। কী হবে বা কী করা উচিত তা নির্দেশ করে না। সাম্প্রদায়িকতা সমস্যার উৎস ও কারণ নির্দেশ এই ধরনের গবেষণার উদাহরণ। কোনো গণবিক্ষোভ বা উগ্রপন্থী ক্রিয়াকলাপের কারণ অনুসন্ধান এই ধরনের গবেষণার আরেকটি উদাহরণ।

প্রয়োগমূলক গবেষণা ঃ

সমাজের বা সমাজসংশ্লিষ্ট মানুষের অবস্থার পরিবর্তন তথা উন্নয়নের উদ্দেশ্যে সহায়ক জ্ঞানান্বেষণ হল প্রয়োগমূলক গবেষণা। সাধারণত সমাজের কোনো আশু সমস্যা নিরসনের পন্থা নির্দেশ করাই এই গবেষণার উদ্দেশ্য। এই গবেষণা কোনো সমস্যার 'কী' থেকে 'কী করা উচিত' তা নির্দেশ করে থাকে। এই ধরনের গবেষণা তাত্ত্বিক গবেষণার অনুপূরক হয়ে থাকে। যেমন, সাম্প্রদায়িক সমস্যার কারণ নির্দেশের পর ঐ সমস্যা নিরসনের পন্থা সুপারিশ, এই গবেষণা সংশ্লিষ্ট হয়ে থাকে। বাজার সমীক্ষা, জনমত সমীক্ষা, সরকারি নীতি নির্ধারণ সংশ্লিষ্ট গবেষণা বা সরকারি কর্মসূচীর মূল্যায়ন সংক্রান্ত গবেষণা এই প্রয়োগমূলক গবেষণার উদাহরণ। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, এই দুই ধরনের গবেষণা আপাত স্বতন্ত্র মনে হলেও বাস্তবে একে অপরের ওপর নির্ভরশীল।

উদ্দেশ্যগত দিক থেকে গবেষণা বিভিন্নরূপের আলোচনা একক ৩ এর অন্তর্ভুক্ত ৩.৫.১ অংশে। অন্বেষণ মূলক গবেষণা নকশা এবং বর্ণনামূলক ও কারণ নিরূপক গবেষক নকশা দ্রষ্টব্য।

সময়ান্তরের গবেষণা ঃ

এই ধরনের গবেষণায় পর্যবেক্ষণ একক সমূহের বৈশিষ্ট্যাবলীকে একাধিক সময়ে পর্যবেক্ষণ করা হয়। এই পর্যবেক্ষণ একাধিক বৎসর, মাস এবং সপ্তাহ অন্তরে করা হতে পারে। একই পর্যবেক্ষণগোষ্ঠীকে সময়ান্তরে পর্যবেক্ষণ করলে ইহা একই তালিকাভুক্ত গবেষণা (panel study) নামে অভিহিত। একই সমগ্রকের থেকে ভিন্ন সময়ে নির্বাচিত দুই ভিন্ন অংশের পর্যবেক্ষণ সমগোত্রীয় অংশের গবেষণা (cohort study) নামে পরিচিত থাকে। উল্লেখ্য, একই বৎসরে জাত, বা বিবাহিত ব্যক্তিরা সমগোত্রীয় গোষ্ঠী হয়ে থাকে। এছাড়া কোনো এক পর্যবেক্ষণ একক গোষ্ঠীকে বিভিন্ন সময়ান্তরে পর্যবেক্ষণ করলে ঐ গবেষণা প্রবণতা বীক্ষা (trend study) নামে পরিচিত। সামাজিক ঘটনার পরিবর্তনগত দিকের আলোকপাতে এই ধরনের গবেষণা বিশেষ ফলপ্রদ হয়ে থাকে। ব্যাখ্যামূলক গবেষণায় ইহা বেশি কার্যকরী হয়।

আড়াআড়ি অংশের গবেষণা ঃ

আড়াআড়ি অংশ বলতে কোনো সামাজিক ক্ষেত্রে জনগোষ্ঠীর এক নমুনা অংশকে বোঝায়। আড়াআড়ি অংশের গবেষণায় ঐ অংশকে এককালীন পর্যবেক্ষণ করে থাকে। এই ধরনের গবেষণা সরলতম এবং স্বল্পব্যয়সাপেক্ষ হলেও সামাজিক ঘটনার পরিবর্তনশীলতার দিক এক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণকরা সম্ভব হয় না। বর্ণনামূলক গবেষণায় এই পদ্ধতি বিশেষ কার্যকরী হয়ে থাকে।

অনুশীলনী - ৩

১। তাত্ত্বিক গবেষণার উদ্দেশ্য কী?

২। প্রয়োগমূলক গবেষণা ঔচিত্যমূলক কেন?

৩। প্রবণতা বীক্ষা বলতে কী বোঝায়?

৪। সময়ান্তরে গবেষণা বলতে কী বোঝায়?

২.৪.২ সামাজিক গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়

সামাজিক গবেষণা বিভিন্ন পর্যায়ক্রমে অনুসৃত হয়ে থাকে। গবেষণার এই পর্যায় সমূহ উল্লেখের ক্ষেত্রে পদ্ধতিবিদদের মধ্যে মতান্তর থাকতে দেখা যায়। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সাতটি স্তর উল্লেখিত হয়ে থাকে। এই স্তরগুলি হল যথাক্রমে - গবেষণার বিষয় মনোনয়ন (selection of research topic), প্রকাশিত রচনার পর্যালোচনা (review of literature), গবেষণামূলক সমস্যা বা প্রকল্প নির্মাণ (formulating research design), তথ্য সংগ্রহ (data collection), তথ্য বিশ্লেষণ ও সংব্যাখ্যান (analysis and interpretation of data) এবং প্রতিবেদন পেশ (report writing), এই স্তরগুলি আপাত স্বতন্ত্র মনে হলেও বাস্তবে পর্যায়গুলি

একে অপরের সাথে যুক্ত। এ প্রসঙ্গে কে. ডি. বেইলি যথার্থই বলেন যে গবেষণা হল পারস্পরিক সম্পর্ক সূত্রে আবদ্ধ পর্যায় সমূহের এক সুনিব্যস্ত প্রক্রিয়া। এখন উল্লিখিত পর্যায়গুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাক।

গবেষণার বিষয় মনোনয়ন ঃ

গবেষণার প্রথম পদক্ষেপ হল গবেষণা সংক্রান্ত একটি সাধারণ আলোচ্যবিষয় মনোনয়ন করা। সেলটিক্স, জাহোদা ও অন্যান্যদের মতে এই আলোচ্যবিষয় বা গবেষণামূলক বিষয় কোনো বাস্তবসমস্যা সংক্রান্ত বা শুদ্ধজ্ঞানান্বেষী হতে পারে, গবেষকদের ব্যক্তিগত সমস্যা অনেক সময় গবেষণার বিষয় সূচিত করে থাকে। তবে এক্ষেত্রে গবেষকের সামাজিক, পারিপার্শ্বিক, মূল্যবোধ এবং সর্বোপরি গবেষণায় অর্থমঞ্জুরী সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠপোষকতার বিশেষ নিয়ন্ত্রণী ভূমিকা থাকে।

মুদ্রিত রচনার পর্যালোচনা ঃ

গবেষণামূলক বিষয় নির্ধারণ করার পরে ঐ বিষয়টি সম্পর্কে চর্চিত এবং প্রাপ্ত জ্ঞানের একটি সংক্ষিপ্ত ধারাবিবরণী দেখার দরকার হয়। এ উদ্দেশ্যে গবেষককে বিষয়সংশ্লিষ্ট মুদ্রিত রচনাসমূহ যেমন পুস্তক, পত্র-পত্রিকা, সরকারি প্রতিবেদন ইত্যাদির পর্যালোচনা করতে হয়।

গবেষণামূলক সমস্যা বা প্রকল্প নির্মাণ ঃ

গবেষণা কার্য যথার্থ অর্থে গবেষণামূলক সমস্যা গঠন থেকেই শুরু হয়ে থাকে। গবেষণা বিষয় সম্পর্কে প্রারম্ভিক পর্যবেক্ষক, মুদ্রিত রচনার পর্যালোচনা এবং বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের পরামর্শক্রমে বিজ্ঞানসম্মতভাবে গবেষণামূলক সমস্যা নির্ধারণ করতে হয়। গবেষণামূলক সমস্যা প্রশ্নের আকারে লেখা হয়ে থাকে। সুষ্ঠুভাবে গবেষণার চালানোর জন্য পি. ভি. ইয়ং (P. V. Young), সেলটিস, জাহোদা এবং অন্যান্যদের (Seltiz, Jahoda) মতে গবেষণামূলক প্রশ্ন সংখ্যা স্বল্প হওয়া দরকার। বর্ণনামূলক গবেষণায় গবেষণামূলক প্রশ্ন গঠন যথেষ্ট হলেও ব্যাখ্যামূলক গবেষণায় গবেষণামূলক প্রশ্নের পরীক্ষণমূলক উত্তর ও প্রাক্‌নির্দেশ করা হয়ে থাকে। এই পরীক্ষামূলক উত্তরকে প্রকল্প (hypothesis) বলে। সি. কোঠারি (C. Kothari) প্রকল্পকে পরীক্ষামূলক অনুমান (tentative assumption) বলে অভিহিত করেন। বিষয় সম্পর্কে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ, প্রাপ্তসংবাদ এবং গবেষণা প্রতিবেদন সূত্রে প্রকল্প গঠন করা হলে ইহা আরোহীসূত্রে (inductive) গঠিত প্রকল্প হয়ে থাকে। নিছক ধারণা, অনুমান এবং কোনো তত্ত্বসূত্রে অবরোহী (deductive) প্রক্রিয়ায়ও প্রকল্প গঠিত হতে পারে। সেলটিজ এবং অন্যান্যরা সামাজিক গবেষণায় তিন ধরনের প্রকল্পের উল্লেখ করেন সামাজিক অবস্থা বর্ণনাত্মক (assertive), একাধিক চলের সম্পর্ক নির্দেশক (associational) এবং কারণ নির্দেশক (causal) প্রকল্প কোনো গবেষণার আলোচ্যক্ষেত্র নির্দিষ্ট করে প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলীর নির্দেশ করে থাকে।

গবেষণার নক্‌শা প্রস্তুত কর ঃ

সুষ্ঠুভাবে গবেষণা কার্য অনুসরণের জন্য গবেষণা নক্‌শা গঠন জরুরি হয়ে থাকে। কোঠারির মতে কম খরচে, অল্প সময়ে এবং প্রচেষ্টায় গবেষণা ক্রিয়া সমাপন করার দিক নির্দেশ গবেষণা নক্‌শা প্রদান করে থাকে।

পর্যবেক্ষণ, একক নমুনায়ন, তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া এবং তথ্য বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় উল্লেখ গবেষণা নক্শায় অন্তর্ভুক্ত থাকে। তবে গবেষণা নক্শায় এই দিকগুলি সাধারণভাবে উল্লেখিত থাকলেও বিভিন্ন ধরনের গবেষণায় নক্শার কিছু স্বতন্ত্র্য বা তারতম্য থাকে।

তথ্য সংগ্রহ ঃ

তথ্য সংগ্রহ গবেষণার এক মূল পর্যায়। তথ্যের বিচারেই প্রকল্প পরীক্ষিত হয় এবং গবেষণামূলক প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। তথ্য দুই ধরনের হয়—প্রত্যক্ষ তথ্য (primary data) এবং পরোক্ষ তথ্য (secondary data), পর্যবেক্ষণ এককের কাছ থেকে সরাসরি সংগৃহীত তথ্য হয় প্রত্যক্ষ তথ্য এবং অন্যের প্রতিবেদন, ব্যক্তিগত ও সরকারি নথিপত্র থেকে সংগৃহীত তথ্য হয় পরোক্ষ তথ্য। নিরীক্ষা, ক্ষেত্রসমীক্ষা, একক বিশেষ সমীক্ষা ও পরীক্ষণ সূত্রে প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহ করা যায়। পর্যবেক্ষণ, সাক্ষাৎকার প্রশ্নমালা প্রয়োগ ইত্যাদি প্রক্রিয়ায় প্রত্যক্ষ তথ্য সংগৃহীত হয়ে থাকে।

তথ্য বিশ্লেষণ ঃ

সংগৃহীত তথ্যাবলী স্বয়ংক্রিয়ভাবে কোনো অর্থ প্রকাশ করেনা। বিশ্লেষণের মাধ্যমেই তথ্যাবলী অর্থবহ হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য সংগৃহীত তথ্যাবলী দুই ধরনের হয়ে থাকে—গুণবাচক তথ্য (qualitative data) এবং পরিমাণ বাচক তথ্য (quantitive data)। ক্ষেত্রগবেষণা একক বিশেষ গবেষণাসূত্রে প্রাপ্ত তথ্যাবলী মূলত গুণবাচক হয়ে থাকে। আবার নিরীক্ষা ও পরীক্ষামূলক গবেষণাসূত্রে প্রাপ্ত তথ্যাবলী মূলত পরিমাণ বাচক হয়ে থাকে। এই দুই প্রকার তথ্যবিশ্লেষণ ভিন্ন রকম হয়ে থাকে। প্রথম ধরনের তথ্যের বিশ্লেষণে গুণবাচক সংকেতায়ন (qualitative coding) প্রক্রিয়া প্রয়োগ করে সামাজিক ক্ষেত্রের বিভিন্ন দিকের (aspect) তথ্যাবলীকে আলাদা করে বিভিন্ন বর্গে (category) চিহ্নিত করা হয়। অতঃপর এক বর্গের সাথে সম্পর্কান্বিত অপর বর্গ/বর্গসমূহকে একই বৃত্তে অন্তর্ভুক্ত করে এক একটি ধরন (pattern) চিহ্নিত করতে হয়। এখন বিভিন্ন ধরনের মধ্যে সম্পর্ক থাকা বা না থাকা সূত্রে কোনো 'ভূমিস্থ' বা সামাজিক বাস্তব অযত্ন ও অকৃত্রিম পর্যবেক্ষণের ওপর গড়ে ওঠা তত্ত্ব (grounded theory) নির্দেশ করা হয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী ধরন নির্দেশ করে প্রস্তাবিত তত্ত্বের ক্ষেত্রসীমিতকরণ বা পরিমার্জনও করা হয়ে থাকে। বিপরীতক্রমে, পরিমাণগত তথ্যাবলী বিশ্লেষণে পরিমাণগত সংকেতায়ন (quantitative coding) প্রক্রিয়া প্রয়োগ করে পরিমাণগত তথ্যাবলীর সারণীবদ্ধকরণ করা হয়ে থাকে। অতঃপর পরিসংখ্যান পদ্ধতির বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করে তথ্যাবলী সংক্ষেপায়ন ও বিভিন্ন চলের (variable) মধ্যে সম্পর্ক (correlation) নির্দেশ পূর্বক তথ্যবিশ্লেষণ করা হয়ে থাকে। এছাড়া আরোহী পরিসংখ্যান প্রক্রিয়ায় (inferential statistics) প্রস্তাবিত প্রকল্প পরীক্ষণ করে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট তত্ত্বের (theory) সত্যায়ন (verification) বা পরিমার্জন (rectification) করা হয়ে থাকে।

গবেষণার প্রতিবেদন ঃ

গবেষণা প্রক্রিয়ায় চূড়ান্ত পর্যায় হল গবেষণার প্রতিবেদন। প্রতিবেদনের উদ্দেশ্য হল গবেষণার তথ্য বা জ্ঞান সংশ্লিষ্ট ও আগ্রহী ব্যক্তি বা সমষ্টিকে জানানো। এ. কে. সিং (A. K. Singh) এর মতে গবেষণার সমস্যা

অনুসন্ধান পদ্ধতি, প্রাপ্ত তথ্য ও সিদ্ধান্ত গবেষণার প্রতিবেদনে পেশ করা হয়ে থাকে। গবেষণা প্রতিবেদন মোটামুটিভাবে সাতটি অংশ সমন্বিত একটি ফর্মায় পেশ করা হয়ে থাকে এই অংশগুলি হল যথাক্রমে— গবেষণামূলক সমস্যা, নির্দেশ, প্রকাশিত রচনার পর্যালোচনা, প্রকল্প নির্দেশ বা গবেষণামূলক প্রশ্নের উল্লেখ, গবেষণা পদ্ধতি নির্দেশ, প্রাপ্ত তথ্য পরিবেশন, প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ এবং উপসংহার। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, ক্ষেত্রগবেষণার প্রতিবেদন এইরূপ নির্দিষ্ট অংশসমূহে কদাচিত পরিবেশিত হয়ে থাকে। তবে এই প্রতিবেদনে তত্ত্বনির্দেশকে তথ্য থেকে স্বতন্ত্র করা যায় না। ক্ষেত্রগবেষণার প্রতিবেদন, বর্ণনাত্মক, বিশ্লেষণাত্মক এবং তত্ত্বনির্ভর হয়ে থাকে। বর্ণনাত্মক প্রতিবেদনে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের সংস্কৃতি, বিশ্বাস, ধারণা ইত্যাদি বিভিন্ন দিকের বিশদ বিবরণ পেশ করা হয়ে থাকে। বিশ্লেষণাত্মক প্রতিবেদনে তথ্যসংশ্লিষ্ট ধারণাগত দিক উল্লেখিত হয়ে থাকে। তবে অনেক সময় বর্ণনা এবং বিশ্লেষণ একই সাথে অনুসৃত হয়ে থাকে। তাত্ত্বিক প্রতিবেদনে তথ্যসাপেক্ষ সাধারণ বক্তব্য পেশ করা হয়ে থাকে। এই প্রতিবেদনে বিশেষ থেকে নির্বিশেষে উত্তরণ ঘটে থাকে।

অনুশীলনী - ৪

১। গবেষণা প্রক্রিয়ার পর্যায়গুলি পারস্পরিক সম্পর্কের কয়েকটি ক্ষেত্র উল্লেখ করুন।

২। গবেষণা বিষয়ের সংশ্লিষ্ট দিকগুলি কী কী?

৩। প্রকল্প কাকে বলে? প্রকল্পের কাজ কী?

৪। গবেষণা নক্‌শার কাজ কী?

৫। গবেষণা প্রতিবেদন বলতে কী বোঝায়?

২.৪.৩ সামাজিক গবেষণার ব্যবহার ও অপব্যবহার

সামাজিক গবেষণা অনেকসময় সম্পূর্ণ নিরর্থক (completely worthless) এবং অনৈতিক (unethical) কার্যক্রম বলে সমালোচিত হয়ে থাকে। এই পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক গবেষণার ব্যবহার এবং অপব্যবহার সংক্রান্ত আলোচনা বিশেষ প্রাসঙ্গিক হয়ে থাকে। বস্তুতপক্ষে সব গবেষণারই কিছু অবদান থাকে। রবার্ট মার্টন (Robert Merton) এর মতে এই অবদান দ্বিবিধ হয়ে থাকে—জ্ঞান সংযোজন এবং অর্জিত জ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগ। এই দুই লক্ষ্যে অনুসৃত গবেষণা ব্যবহারসংশ্লিষ্ট হয়ে থাকে। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে এই ব্যবহারিক লক্ষ্যে অনুসৃত গবেষণা ব্যক্তির বা গোষ্ঠীর নিরুপদ্রবে থাকার বা গোপনতা রক্ষার অধিকার ক্ষুণ্ণ করতে পারে। এই কারণেই গবেষণার অপব্যবহারের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে সচেতন থাকা ভালো। এখন থেরিসি বেকারের (Therese Baker) অনুসরণে সামাজিক গবেষণার ব্যবহার ও অব্যবহার সংশ্লিষ্ট কয়েকটি দিকের উল্লেখ করা যাক।

সামাজিক গবেষণা ব্যবহারগত দিক থেকে অর্থবহ হয় যদি—

(ক) গবেষণায় সংগৃহীত তথ্যাবলী সমাজের বিভিন্ন পরিবর্তনশীলতার দিক উন্মোচিত করে।

(খ) গবেষণার লক্ষ্য এবং প্রাপ্ত তথ্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নীতি নির্ধারণে বা সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক হয়ে থাকে।

(গ) গবেষণা কোনা ব্যতিক্রমী সামাজিক ঘটনা বা স্বল্প পরিচিত গোষ্ঠী সম্পর্কে অপেক্ষাকৃত বেশি স্পষ্ট এবং পূর্ণাঙ্গ তথ্য বা জ্ঞান প্রতিবেদিত করে থাকে।

(ঘ) গবেষণা গবেষকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞানের সাথে সংপৃক্ত হয়ে থাকে।

সামাজিক গবেষণার বিষয় মানব সমাজের এবং মানুষের আচরণের যে কোনো দিক যেমন, সমকামী সম্পর্ক, নগ্ন-স্নান ইত্যাদি ধরনের ব্যক্তিগত সম্পর্ক সংশ্লিষ্ট হওয়ায় গবেষণায় বিভিন্ন ধরনের অপব্যবহারের সম্ভাবনা থাকে। এই অপব্যবহার সাধারণত ছদ্ম-গবেষণায় (covert research), বলপ্রয়োগপূর্বক গবেষণায় (coercive research) এবং ব্যক্তিগত গোপনতায় হস্তক্ষেপকারী (research with invasion of privacy) গবেষণায় পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। ছদ্ম-গবেষণায় গবেষণা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের বা গোষ্ঠীর সায় না নিয়ে বা অজান্তে গবেষক ক্রিয়া অনুসরণ করায় এবং নিজের আসল পরিচয় গোপন করে অংশগ্রহণ মূলক পর্যবেক্ষণ রত হওয়ায় কাজটি নীতিগত দিক থেকে গর্হিত হয়। এছাড়া এই ধরনের গবেষণা প্রক্রিয়ায় অপরের ব্যক্তিগতক্ষেত্রে অনধিকার প্রবেশ করা হয়। এক্ষেত্রে গবেষকের ভূমিকাসূত্রে অপব্যবহার পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। জোর করে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে গবেষণায় শামিল করার ক্ষেত্রেও নীতিগত বৈকল্যসূত্রে অপব্যবহার পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। যেমন, কয়েদখানার তদারককারী আধিকারিকের প্রত্যক্ষ বা প্রচ্ছন্ন শাসানি-ক্রমে কয়েদিদের কোনো গবেষণা প্রক্রিয়ায় শা মিল করানোর ক্ষেত্রে অপব্যবহার স্পষ্ট হয়ে থাকে।

ব্যক্তিগত গোপনতায় হস্তক্ষেপ ছদ্মগবেষণায় ঘটে থাকে। লাউড হামফ্রে (Laud Humphrey) অনুসৃত পুরুষ সমকামী সংক্রান্ত ছদ্মগবেষণা (১৯৭০) এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। হামফ্রে সাধারণ বিশ্রামকক্ষের (public restroom) দ্বাররক্ষীর কাছে নিযুক্ত বিশ্রাম কক্ষে সমকামিতা সম্পর্ক নিকট পর্যবেক্ষণ করে থাকেন। তাঁর এই গবেষকের ভূমিকা সমকামী পুরুষসঙ্গীদের জানা ছিলনা। ফলে, তাদের ব্যক্তিগত গোপন ক্ষেত্রে অযাচিত অনুপ্রবেশ ঘটে থাকে। এক্ষেত্রে গবেষণার ভূমিকা সূত্রে অপব্যবহার ঘটতে দেখা যায়।

উপরিউল্লিখত ক্ষেত্র ছাড়া গবেষণায় অপব্যবহারের আর একটি ক্ষেত্র হল গবেষণার প্রতিবেদন। গবেষণা প্রতিবেদনে দুইরকম অপব্যবহার উল্লেখিত হয়ে থাকে। একটি হল গবেষণায় প্রস্তাবিত প্রকল্প, অনুমান বা বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তথ্যাবলীর উদ্দেশ্যমূলক ব্যবহার বা অনুকূল সংস্থাপন করা। সাইরিল বার্ট (Cytil Burt) অনুসৃত সমকোষী যমজসন্তানদের (স্বতন্ত্রভাবে পালিত) বুদ্ধাঙ্ক নির্ণায়ক গবেষণা এক্ষেত্রে উল্লেখ্য। তিনি ১৯৫৫, ১৯৫৮ এবং ১৯৬৬ সালে যথাক্রমে ২১ জোড়া, ৩০ জোড়া এবং ৫৩ জোড়া স্বতন্ত্রভাবে পালিত সমকোষী যমজদের বুদ্ধাঙ্ক সহগাঙ্ক অর্থাৎ .৭৭১ দেখান। সাধারণভাবে বিভিন্ন পর্যায়ের তথ্যের ক্ষেত্রেই একই সহসম্বন্ধ সহগাঙ্ক উপস্থিত থাকে না। লিওঁ কামিন এই গবেষণা প্রতিবেদনে ত্রুটি নিরীক্ষণ করেন। তাঁর মতে উল্লিখিত তথ্যের অন্তরালে থাকা সাক্ষাৎসমূহ ত্রুটিপূর্ণ ছিল। এক্ষেত্রে প্রবঞ্চনা পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। প্রতিবেদনে অপর এক অপব্যবহার পরিলক্ষিত হয় অন্যের গবেষণার অংশ সূত্রস্বীকৃতি ছাড়া প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করায়। ইহা প্রতারণার শামিল হয়ে থাকে।

অনুশীলনী - ৫

১। সামাজিক গবেষণার অবদান বলতে কী বোঝায়?

২। গবেষণা প্রতিবেদনে কী ধরনের অপব্যবহার পরিলক্ষিত হয়?

৩। কোন কোন ধরনের গবেষণায় সাধারণ অপব্যবহার পরিলক্ষিত হয়?

২.৫ মূল্যমান নিরপেক্ষ সমাজতত্ত্ব

দৃষ্টবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে সমাজতত্ত্বকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের আদলে পক্ষপাতহীন, নৈর্ব্যক্তিক এবং মূল্যমান-নিরপেক্ষ হিসাবে দেখা হয়ে থাকে। অর্থাৎ প্রাকৃতিক বিজ্ঞানী যেমন অসংপৃক্ত ভাবে জড়পদার্থ নিয়ে গবেষণা করে থাকে সমাজ বিজ্ঞানীও তদ্রুপ সমাজে মানুষের আচরণ নিয়ে আলোচনা করবে। কিন্তু দৃষ্টবাদী থেকে ম্যাক্স হ্বেবার (Max Weber), আলভিন গোল্ডনার (Alvin Gouldner), কার্ল ম্যানহাইম (Karl Manheim) প্রমুখ সমাজবিদরা সমাজিক গবেষণায় গবেষকের বিষয়ীগত মননের ভূমিকার (subjective role) উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। হ্বেবারের মতে সমাজবিজ্ঞান ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু সমধর্মী নয়। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে বিজ্ঞানী জড়পদার্থ নিয়ে গবেষণা করে থাকে। এই জড়পদার্থের সাথে বিজ্ঞানীর কোনো প্রত্যক্ষ অনুভবের সম্পর্ক থাকে না। কিন্তু সমাজতাত্ত্বিক মানুষের প্রত্যক্ষ অনুভজনের মাধ্যমে সামাজিক আচরণে গবেষণা করায় আন্তঃবিষয়ী (Inter-subjectivity) সম্পর্ক উপস্থিত থাকে। এক্ষেত্রে পারস্পরিক মূল্যবোধের সূত্রেই সামাজিক আচরণ অর্থবহ হয়ে থাকে। তাই সমাজতত্ত্ব বাস্তব (facts) এবং মূল্যবোধকে (value) বিচ্ছিন্ন করা যায়না। যেমন, বর্ণবৈষম্য (racialism) সংক্রান্ত গবেষণায় জৈবিক পার্থক্য খুব বেশি প্রাসঙ্গিক না হয়ে ইহার সামাজিক দ্যোতনাই (social meaning) বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে। এছাড়া হ্বেবারের মতে সামাজিক গবেষণার বিষয় সম্পর্কে সমাজতাত্ত্বিকের স্বীয় অবস্থান থাকে। বস্তুতপক্ষে মূল্যবোধ জড়িত স্বীয় অবস্থান সূত্রেই তিনি গবেষণার বিষয়ে আগ্রহী হয়ে থাকেন। তবে, গবেষণা বিষয় মনোনয়নের পরে গবেষণার কৌশল প্রয়োগ, প্রাপ্ততথ্য বিশ্লেষণে এবং প্রতিবেদন পেশ করার ক্ষেত্রে সমাজতাত্ত্বিককে মূল্যবোধ নিরপেক্ষ হওয়ার নির্দেশ হ্বেবার উল্লেখ করে থাকেন। গোল্ডনারের মতে মূল্যবোধজনিত নিরপেক্ষতার আড়ালে গবেষকের কোনো বিশেষ মূল্যবোধ গোপন করার চেষ্টা থাকে। এদিক থেকে মূল্যবোধ নিরপেক্ষতাই একটি মূল্যবোধে পর্যবসিত হয়ে থাকে। তাই তিনি বলেন গবেষণায় সমাজতাত্ত্বিকের মূল্যবোধ স্পষ্ট করা দরকার। আবার সামাজিক প্রেক্ষিতেই ধারণা সৃষ্ট হওয়ায় কার্ল ম্যানহেম মূল্যমান নিরপেক্ষ সামাজিক গবেষণার তত্ত্ব বাতিল করে থাকেন। অতএব, সমাজতত্ত্ব ক্ষেত্রবিশেষে মূল্যমান সাপেক্ষ এবং নিরপেক্ষ হয়ে থাকে।

অনুশীলনী - ৬

১। সামাজিক গবেষণার কোন পর্যায় মূল্যবোধ যুক্ত থাকতে পারে?

২। সামাজিক গবেষণার কোন কোন পর্যায়ে মূল্যবোধ নিরপেক্ষ থাকা উচিত?

৩। মূল্যবোধ নিরপেক্ষতাই একটি বিশেষ মূল্যবোধ কেন?

২.৬ সারাংশ

সমাজবিজ্ঞান প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পদ্ধতি ও উদ্দেশ্য অনুসারী বিজ্ঞান হিসাবে উল্লেখিত হয়ে থাকে। কিন্তু সচেতন ও বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের আচার আচরণ অনুশীলনের ক্ষেত্রে জড় বিজ্ঞানের পদ্ধতি সর্বাংশে প্রযোজ্য হয় না। এছাড়া মানুষের সামাজিক আচরণ যান্ত্রিকভাবে নিয়মানুগ না হওয়ায় এ সম্পর্কে কোনও সাধারণসূত্র নির্ধারণ সম্ভব হয় না। তবে সমাজের বিভিন্ন দিকের তথ্যনিষ্ঠ প্রতিবেদন নীতি নির্ধারণে সাহায্য করে। এদিক থেকে সামাজিক গবেষণা গুরুত্বপূর্ণ। পদ্ধতিগত ভাবে সমাজের অনুশীলনই হল সামাজিক গবেষণা। লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, কাল ইত্যাদি ভেদে সামাজিক গবেষণার বিভিন্ন রূপ দেখা যায়—তাত্ত্বিক, প্রয়োগমূলক, অনুসন্ধানমূলক, বর্ণনামূলক, ব্যাখ্যামূলক, সময়ান্তরের এবং আড়াআড়ি অংশের গবেষণা। সামাজিক গবেষণা সুসংবদ্ধভাবে বিভিন্নপর্বে অনুসৃত হয়ে থাকে। এই পর্বগুলি হল ঃ বিষয় মনোনয়ন, মুদ্রিত রচনা পর্যালোচনা, গবেষণামূলক প্রজন্ম বা প্রকল্প গঠন, গবেষণা নক্শা প্রস্তুতকরণ, নমুনায়ন তথ্য সংগ্রহ, তথ্যবিশ্লেষণ এবং প্রতিবেদন। সামাজিক গবেষণা প্রতিবেদন সামাজিক অবস্থা বা সমস্যা বোঝার ক্ষেত্রে এবং ঐ সমস্যা নিরসনের পন্থা প্রণয়নে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকে। তবে গবেষণা প্রক্রিয়ায় অপপ্রয়োগ সম্ভাবনাও থাকে। বিশেষ করে গবেষণা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে গবেষণার উদ্দেশ্য, গবেষকের পরিচয় ইত্যাদি না জানিয়ে ছদ্ম-গবেষণা সূত্রে এই অপপ্রয়োগের সম্ভাবনা থাকে। এক্ষেত্রে গবেষকের জানার অধিকারের সাথে ব্যক্তির গোপনতা রক্ষার অধিকারের সংঘাত ঘটে থাকে। এছাড়া, সামাজিক গবেষণা সম্পূর্ণ মূল্যবোধ নিরপেক্ষ হতে পারে না। গবেষণার বিষয় নির্বাচনই মূল্যবোধসূত্রে ঘটে থাকে। তবে, গবেষণা বিষয় নির্বাচনের পরে গবেষণা প্রক্রিয়া বিভিন্ন পর্বে সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক বা মূল্যবোধনিরপেক্ষ হয়ে থাকে।

২.৭ অনুশীলনী

১। সমাজবিজ্ঞানের বিজ্ঞান পদবাচ্যতা সম্পর্কে দৃষ্টবাদবিরোধী বক্তব্য কী?

২। আধুনিকোত্তর দৃষ্টিভঙ্গীতে সমাজ বিজ্ঞানকে অপ্রয়োজনীয় বলা হয় কেন?

৩। তাত্ত্বিক গবেষণা ও প্রয়োগমূলক গবেষণা কী একে অপর থেকে স্বতন্ত্র?

৪। আড়াআড়ি অংশের গবেষণা কাকে বলে? এই গবেষণার অসুবিধা কী?

৫। প্রকল্পের বিভিন্ন ধরনগুলি উল্লেখ করুন। আরোহী এবং অবরোহী প্রকল্পের পার্থক্য কী?

৬। প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ তথ্য কাকে বলে?

৭। গুণবাচক তথ্য বিশ্লেষণের প্রক্রিয়াগত দিক উল্লেখ করুন।

৮। ক্ষেত্রগবেষণার প্রতিবেদনের সংশ্লিষ্ট দিক উল্লেখ করুন।

৯। সামাজিক গবেষণার কয়েকটি ব্যবহারিক দিক উল্লেখ করুন।

১০। ছদ্ম-গবেষণায় কী ধরনের অপব্যবহার পরিলক্ষিত হয়?

১১। বলপ্রয়োগপূর্বক গবেষণায় অপব্যবহারের অবকাশ কোথায়?

১২। সমাজবিজ্ঞানে বাস্তব ও মূল্যবোধকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না কেন?

২.৮ উত্তর সংকেত

অনুশীলনী - ১

১। দৃষ্টবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর কয়েকটি অনুমান হল ঃ

(ক) সমাজে ব্যক্তির আচরণ নিয়মানুগভাবে অনুসৃত হয়ে থাকে;

(খ) বস্তুনিষ্ঠ গবেষণার মাধ্যমে ঐ নিয়ম নির্দেশ করা সম্ভব;

(গ) ঐ নিয়মগুলির সর্বজনীনতা এবং সর্বকালীনতা বিদ্যমান থাকে।

২। ডুর্খেমের 'আত্মহনন' তত্ত্বের দৃষ্টান্তমূলক দিক হল দৃষ্টবাদী পদ্ধতি অনুসরণে আত্মহনন সংক্রান্ত তথ্যাবলী পরিসংখ্যান পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করে ঐ ঘটনার সাথে সামাজিক সংহতির সম্পর্ক নির্দেশ করা।

৩। সমাজ বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক কাঠামো সুগঠিত না হওয়ায় ঐ তত্ত্ব থেকে প্রকল্প গঠন এবং খণ্ডন সূত্রে মূলতাত্ত্বিক কাঠামো খণ্ডনের অবকাশ না থাকায় সমাজবিজ্ঞান মেকি বিজ্ঞান হয়ে থাকে।

৪। হুর্সেল-এর মতে ব্যক্তির সামাজিক ক্রিয়া ব্যক্তিগত অর্থবোধসূত্রে অনুসৃত হওয়ায় নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টি কোন থেকে তা দেখা যথেষ্ট হয় না।

অনুশীলনী - ২

১। গবেষণা ছাড়া সমাজসংক্রান্ত জ্ঞানলাভের অন্যান্য সূত্রগুলি হল ঃ ঐতিহ্য, কর্তৃত্ব, প্রচার মাধ্যম, সাধারণ বোধ, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ইত্যাদি।

২। সামাজিক গবেষণা হল যুক্তিসিদ্ধ এবং সুসংবদ্ধ কৌশল প্রয়োগকারী এক প্রক্রিয়া যার লক্ষ্য হল পুরানো তত্ত্বের সত্যাসত্যের বিচার, নতুন তথ্য আবিষ্কার এবং উপস্থিত কোনো তত্ত্বের নিরিখে প্রাপ্ত তথ্যাবলীর মধ্যে কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্দেশ করে মানুষের সামাজিক আচরণের বিশ্লেষণ মূলক তাত্ত্বিক কাঠামো নির্মাণ করা।

অনুশীলনী - ৩

১। নিছক জানা বা জ্ঞানার্জন হল তাত্ত্বিক গবেষণার উদ্দেশ্য।

২। প্রয়োগমূলক গবেষণা সামাজিক পরিবর্তন বা উন্নয়নের পন্থা পদ্ধতি সুপারিশ করায় ঔচিত্য মূলক হয়ে থাকে।

৩। কোনো পর্যবেক্ষণ একক গোষ্ঠীকে বিভিন্ন সময়ে পর্যবেক্ষণ করলে উহা প্রবণতা বীক্ষা নামে পরিচিত হয়ে থাকে।

৪। পর্যবেক্ষণ একক সমূহের একাধিক সময়ে পর্যবেক্ষণকে সময়ান্তরের গবেষণা বলে।

অনুশীলনী - ৪

১। সামাজিক গবেষণার পর্যায়গুলি একে অপরের সাথে সম্পর্কান্বিত থাকে, যেমন, গবেষণামূলক প্রশ্ন বা প্রকল্পের সাথে গবেষণা নকশা সম্পর্কযুক্ত থাকে। এই গবেষণা নকশাই প্রকল্প পরীক্ষণের কৃৎ-কৌশল ও রূপরেখা নির্দেশ করে থাকে। আবার কী ধরনের তথ্য দরকার এবং কীভাবে তথ্য সংগ্রহ করা হবে তাও গবেষণা নকশায় পূর্বনির্দেশিত থাকে।

২। প্রকল্প হল পরীক্ষামূলক অনুমান। প্রকল্প কোনো গবেষণার আলোচ্য ক্ষেত্র নির্দিষ্ট করে প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলী নির্দেশ করে থাকে।

৩। গবেষণা নকশা হল কম খরচে, অল্প সময়ে এবং প্রচেষ্টায় গবেষণা ক্রিয়া চালানোর এক দিক নির্দেশ।

৪। গবেষণার প্রাপ্ত সংবাদ বা জ্ঞান সংশ্লিষ্ট ও আগ্রহী ব্যক্তিদের অবহতির জন্য লিখিতভাবে পেশ করা হল গবেষণা প্রতিবেদন।

অনুশীলনী - ৫

১। সামাজিক গবেষণার অবদান হল জ্ঞানসংযোজন এবং অর্জিত জ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগ।

২। গবেষণা প্রতিবেদনে দুই ধরনের অপব্যবহার দেখা যায়। একটি হল গবেষণায় প্রস্তাবিত প্রকল্প বা বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তথ্যাবলীর উদ্দেশ্যমূলক ব্যবহার করা। অপর অপব্যবহার হল অন্যের গবেষণার অংশ সূত্রস্বীকৃতি ছাড়া প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা।

৩। অপব্যবহার সাধারণত ছদ্ম-গবেষণায়, বলপ্রয়োগ পূর্বক গবেষণায় এবং ব্যক্তিগত গোপনতা বিঘ্নকারী গবেষণায় পরিলক্ষিত হয়ে থাকে।

অনুশীলনী - ৬

১। সামাজিক গবেষণায় গবেষণার বিষয় মনোনয়নে মূল্যবোধ জড়িত থাকে।

২। সামাজিক গবেষণায় তথ্যসংগ্রহে, তথ্যবিশ্লেষণে এবং প্রতিবেদনে মূল্যবোধজনিত নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে হয়।

৩। কোনো বিষয়ে গবেষণা শুরু করার মধ্যে গবেষকের বা গবেষণার পৃষ্ঠপোষকের নির্দিষ্ট মূল্যবোধ বা উদ্দেশ্য থাকে। এক্ষেত্রে মূল্যবোধ নিরপেক্ষতা ধারণার আড়ালে ঐ মূল্যবোধ লুকানোর চেষ্টা করা হয়ে থাকে। এদিক থেকে মূল্যবোধ নিরপেক্ষতা একটি বিশেষ মূল্যবোধ হিসাবে অবস্থান করে থাকে।

অনুশীলনী ঃ

১। সমাজতন্ত্রের বিজ্ঞানপদবাচ্যতা সম্পর্কে দৃষ্টবাদবিরোধীদের বক্তব্য হল সমাজতত্ত্ব জড়পদার্থ নিয়ে আলোচনা করে না। মানুষের আচরণ নিয়ে আলোচনা করে। সচেতন বিচার বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের আচরণ কোনো নিয়মের নিগড়ে যান্ত্রিকভাবে অনুসৃত হয় না। মানুষ স্বাধীনভাবে অর্থবহ ক্রিয়াকলাপ অনুসরণ করে থাকে। সুতরাং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অনুসরণে মানুষের আচরণের পূর্বনির্দেশ বা কার্যকারণ সম্পর্কিত ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হয় না। এদিক থেকে সমাজতত্ত্বের বিজ্ঞান পদবাচ্যতা অস্বীকার করা হয়ে থাকে।

২। আধুনিকোত্তর দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রথাগত সামাজিক রীতি-নীতি ও কাঠামোর কর্তৃত্ব অস্বীকার হয়, এবং একইক্রমে ব্যক্তিগত মননের স্থিতিশীলতা ও ব্যক্তিসঞ্চার ধারণা খণ্ডন করা হয়ে থাকে। এদিক থেকে প্রথাগত গবেষণা পদ্ধতি এবং ঐ পদ্ধতি সূত্রে জাত সমাজ সম্পর্কে সাধারণ নির্ধারণের নিশ্চয়তা অস্বীকার করা হয়ে থাকে। তাই খণ্ডিত এবং সংগতি বিহীন আধুনিকোত্তর সমাজের চিত্রায়নে প্রচলিত সমাজতত্ত্ব অনুপযোগী।

৩। উদ্দেশ্যগত দিক থেকে তাত্ত্বিক গবেষণা এবং প্রয়োগমূলক গবেষণা ভিন্ন রকম হলেও বস্তুতপক্ষে একে অপরের সম্পূরক হয়ে থাকে। কোনো বিষয় সংক্রান্ত তাত্ত্বিক গবেষণা দ্বারা ঐ বিষয়ের জটিলতার বিভিন্ন দিক, বিভিন্ন দিকের সম্পর্ক ইত্যাদি নির্দেশ করা হয়ে থাকে। আবার, ঐ সম্পর্কসূত্রেই সংশ্লিষ্ট বিষয়ের কিছু সমাধানসূত্রে প্রয়োগমূলক গবেষণায় নির্দেশ করা হয়ে থাকে। এছাড়া, কোনো নির্দেশনার মূল্যায়ন বা সত্যায়ন ঘটে থাকে। এদিক থেকে উল্লিখিত দুই ধরনের গবেষণা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত থাকে।

৪। কোনো সামাজিক ক্ষেত্রে জনগোষ্ঠীর এক নমুনা অংশকে এককালীন পর্যবেক্ষণ করাকে আড়াআড়ি অংশের গবেষণা বলে। এই গবেষণার অসুবিধাজনক দিক হল সামাজিক ঘটনার পরিবর্তনশীলতার দিক থেকে এক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ করা যায় না।

৫। প্রকল্পের বিভিন্ন ধরণগুলি হল, বর্ণনাত্মক প্রকল্প, সম্পর্ক নির্দেশক প্রকল্প এবং কারণ নির্দেশক প্রকল্প। বিষয় সম্পর্কে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ, প্রাপ্তসংবাদ এবং গবেষণা প্রতিবেদন সূত্রে গঠিত প্রকল্প হল আরোহী প্রকল্প। আবার, নিছক ধারণা অনুমান এবং কোনো তত্ত্বসূত্রে গঠিত প্রকল্প অবরোহী প্রকল্প হয়ে থাকে।

৬। পর্যবেক্ষণ এককদের কাছ থেকে সরাসরি সংগৃহীত তথ্য হল প্রত্যক্ষ তথ্য। অন্যের প্রতিবেদন, ব্যক্তিগত ও সরকারি নথিপত্র থেকে সংগৃহীত তথ্য পরোক্ষ তথ্য।

৭। গুণবাচক তথ্যবিশ্লেষণে গুণবাচক সংকেতায়ন প্রক্রিয়া করে তথ্যাবলীকে আলাদা করে বিভিন্ন বর্গে বিন্যস্ত করতে হয়, অতঃপর এক বর্গের সাথে সম্পর্কযুক্ত অপর বর্গ/বর্গসমূহকে একই বৃত্তে অন্তর্ভুক্ত করে এক একটি ধরন নির্দেশ করতে হয়। এরপর, বিভিন্ন ধরনের মধ্যে সম্পর্ক থাকা বা না থাকা সূত্রে কোনো ভূমিস্থ তত্ত্ব নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। অনেক সময় ব্যতিক্রমী ধরণ নির্দেশ করে প্রস্তাবিত তত্ত্বের ক্ষেত্র সীমিত করা হয়ে থাকে।

৮। ক্ষেত্র গবেষণার প্রতিবেদন কোনো নির্দিষ্ট কাঠামো প্রদত্ত হয় না। এই প্রতিবেদনের প্রাথমিক পর্যায়ে কখনো মুদ্রিত রচনার পর্যালোচনা উপস্থাপিত করা হয়ে থাকে। কিন্তু তথ্যসংগ্রহ পদ্ধতি প্রতিবেদনের শেষস্তরে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। তবে এই প্রতিবেদনে তত্ত্ব ও তথ্যকে আলাদা করা যায় না। এই প্রতিবেদন তিন ধরনের হয়ে থাকে—বর্ণনাত্মক, বিশ্লেষণাত্মক ও তাত্ত্বিক। বর্ণনাত্মক প্রতিবেদনে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের সংস্কৃতি, বিশ্বাস, ধারণা ইত্যাদির বিশদ বর্ণনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে। বিশেষণাত্মক প্রতিবেদনে তথ্যসংশ্লিষ্ট ধারণাগত দিক উল্লেখিত হয়ে থাকে। তাত্ত্বিক প্রতিবেদনে তথ্যসাপেক্ষ সাধারণ বক্তব্য পেশ করা হয়ে থাকে।

৯। সামাজিক গবেষণার কয়েকটি ব্যবহারিক দিক হল ঃ

(ক) গবেষণায় সংগৃহীত তথ্যবলী সমাজের বিভিন্ন পরিবর্তনশীলতার দিক উন্মোচিত করে।

(খ) গবেষণার প্রাপ্তসংবাদ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নীতি নির্ধারণে সহায়ক হয়ে থাকে;

(গ) গবেষণা কোনো ব্যতিক্রমী সামাজিক ঘটনা বা স্বল্প পরিচিত গোষ্ঠী সম্পর্কে বেশি স্পষ্ট এবং পূর্ণাঙ্গ সংবাদ বা জ্ঞান প্রতিবেদিত করে।

১০। ছদ্ম গবেষণায় গবেষণা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সায় না নিয়ে বা অজান্তে গবেষক গবেষণা অনুসরণ করায় এবং নিজের আসল পরিচয় গোপন করে অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণরত হওয়ায় কাজটি নীতিগত অপব্যবহারের পর্যায়ে পড়ে থাকে। এছাড়া, এই ধরনের গবেষণা অপরের ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে বা নিরুপদ্রবে বসবাস করার ক্ষেত্রে অযাচিত বিঘ্ন সৃষ্টি করায় ব্যক্তির গোপনতা রক্ষার অধিকারে অন্তরায় হয়ে থাকে।

১১। বলপ্রয়োগমূলক গবেষণায় উত্তরদাতাদের উপর কর্তৃত্বের শাসানি বা প্রভাবসূত্রে অপব্যবহার লক্ষ করা যায়।

১২। সমাজতাত্ত্বিক মানুষের প্রত্যক্ষ অনুভবনের মাধ্যমে সামাজিক আচরণের গবেষণা করায় আন্তঃবিষয়ী সম্পর্ক উপস্থিত থাকে। এক্ষেত্রে পারস্পরিক মূল্যবোধের সূত্রেই সামাজিক আচরণ অর্থবহ হয়ে থাকে। তাই, সমাজতত্ত্বে বাস্তব ও মূল্যবোধকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না।

২.৯ গ্রন্থপঞ্জী

১। বেইলি. কে. ডি. মেথডস্ অফ সোশ্যাল রিসার্চ (থার্ড এডন) ফ্রিপ্রেস নিউইয়র্ক, ১৯৮৭।

২। কোঠারি, সি. কে. রিসার্চ মেথডোলোজি ঃ মেথডস্ এন্ড টেকনিকস (সেকেন্ড এডন) উইলি হষ্টার্ন লিমিটেড, নিউ দিল্লি, ১৯৯০।

৩। বেকার, থেরিসি, এল. ডুইং সোশ্যাল রিচার্স (সেকন্ড এডন) ম্যাক গ্রহীল, ইনক, সিঙ্গাপুর, ১৯৯৪।

৪। নিউম্যান, লরেন্স ঃ সোশ্যাল রিসার্চ মেথডস্ - কোয়ালিটেটিভ এন্ড কোয়ানটিটেটিভ অ্যাপ্রোচেস (থার্ড এডন) এলীন এন্ড বেকন, বোষ্টন, ১৯৯৭।

৫। চট্টোপাধ্যায় কৃষ্ণদাস ঃ সামাজিক গবেষণা ঃ পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া (সেকন্ড এডন) আরামবাগ বুক হাউস, কোলকাতা ২০০২।

একক ৩ ❑ গবেষণার নকশা

গঠন

৩.১ উদ্দেশ্য

৩.২ প্রস্তাবনা

৩.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য

৩.৪ গবেষণামূলক সমস্যা গঠন

৩.৫ গবেষণার নকশা

৩.৫.১ গবেষণা নকশার বিভিন্ন রূপ

৩.৫.২ গবেষণা নকশার বিভিন্ন স্তর

৩.৬ সারাংশ

৩.৭ অনুশীলনী

৩.৮ উত্তরমালা

৩.৯ গ্রন্থপঞ্জী

৩.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে যা জানা যাবে তা হল

- গবেষণার বিভিন্ন উদ্দেশ্য
- গবেষণামূলক সমস্যা গঠনের বিভিন্ন দিক
- গবেষণা নকশা বিভিন্ন রূপ ও স্তর

৩.২ প্রস্তাবনা

সামাজিক গবেষণা বিভিন্ন উদ্দেশ্য অনুসৃত হয়ে থাকে। এই উদ্দেশ্য তত্ত্বগত এবং প্রয়োগমূলক হয়ে থাকে। এই উদ্দেশ্য অনুসারে অনুসৃত গবেষণায় সাধারণত নির্দিষ্ট প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণ করা হয়ে থাকে। গবেষণার শুরুতেই ঐ গবেষণামূলক প্রশ্ন গঠন করা হয়ে থাকে। এই প্রশ্ন গঠন বিভিন্ন সূত্রে করা হয়ে থাকে। কিন্তু প্রশ্ন দিয়ে শুরু করলেই তার উত্তর অন্বেষণ সহজ হয় না। এক্ষেত্রে গবেষণার নকশা প্রস্তুত করা দরকার। গবেষণা

নকশা গবেষণামূলক প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণের পথ নির্দেশক করে থাকে। গবেষণা নকশা বিভিন্ন স্তর সম্বলিত হয়ে থাকে। তবে, গবেষণার রূপভেদ গবেষণা নকশারও রকমফের দেখা যায়। এখন এই এককে গবেষণামূলক প্রশ্নগঠন উল্লেখে গবেষণা নকশার বিভিন্ন স্তর ও রূপের পরিচয় দেওয়া হল।

৩.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য

যদিও প্রতি গবেষণার স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য থাকে সাধারণভাবে সামাজিক গবেষণা নিম্নবর্ণিত যে কোনো উদ্দেশ্য অনুসৃত হয়ে থাকে।

১। সামাজিক ঘটনা সম্পর্কে পরিচিত হওয়া অথবা ঐ ঘটনা সম্পর্কে নতুন আলোকপাত করা। এই উদ্দেশ্যে অনুসৃত গবেষণা অন্বেষণমূলক গবেষণা বলে পরিচিত থাকে।

২। কোনো বিশেষ ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা অবস্থার বৈশিষ্ট্যাবলীর যথার্থ বিবরণ প্রদান। এই উদ্দেশ্য অনুসৃত গবেষণা বর্ণনামূলক গবেষণা নামে পরিচিত থাকে।

৩। কোনো ঘটনার পরিসংখ্যা নির্ণয় এবং ঐ ঘটনার সাথে অন্য কোনো ঘটনার সম্পর্ক নির্ণয়। এই উদ্দেশ্যে অনুসৃত গবেষণা ব্যাখ্যামূলক বা গবেষণা নামে পরিচিত থাকে।

৪। একাধিক চলের মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক নির্দেশক প্রকল্প পরীক্ষণ। এই উদ্দেশ্যে অনুসৃত গবেষণা (প্রকল্প) পরীক্ষণমূলক গবেষণা বলে পরিচিত।

অনুশীলনী - ১

১। অন্বেষণমূলক গবেষণা উদ্দেশ্য কী?

২। ব্যাখ্যামূলক গবেষণা উদ্দেশ্য কী?

৩.৪ গবেষণামূলক সমস্যা গঠন

প্রকৃতপক্ষে গবেষণামূলক সমস্যা রচনাই বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রথম সোপান হয়ে থাকে। গবেষণামূলক সমস্যা বলতে তাত্ত্বিক বা বাস্তবক্ষেত্রের কোনো জটিলতা নির্দেশকে বোঝায়। কোহেন এবং ন্যাগেলের (Cohen & Nagel) মতে এই জটিলতা বা সমস্যাই ঐ অনুসন্ধানের দ্যোতক হয়ে থাকে। তবে সব ধরনের গবেষণায় গবেষণামূলক সমস্যা গঠন করতে হয় না। অনুসন্ধানমূলক গবেষণা (Exploratory research) গবেষণামূলক প্রশ্ন তৈরি করা দিয়ে শুরু করা হয় না; এই গবেষণার অন্যতম লক্ষ্য হল (পরিণতি) গবেষণামূলক প্রশ্ন নির্দেশ করা। অন্যান্য গবেষণায় যেমন বর্ণনামূলক (Descriptive) ও ব্যাখ্যামূলক (Explanatory) গবেষণায়, গবেষণামূলক প্রশ্ন তৈরি এক জরুরি প্রাথমিক পদক্ষেপ। তবে এটি একটি জটিল প্রক্রিয়া। গবেষণামূলক সমস্যা নির্দিষ্ট এবং পরীক্ষণযোগ্য হওয়া দরকার। এই উদ্দেশ্যে পি. ভি. ইয়ং (P. V. Young) প্রদত্ত কয়েকটি পরামর্শ বিশেষ

উল্লেখযোগ্য। গবেষণামূলক সমস্যা রচনায় ঐ সমস্যা অনুসন্ধানে কত সময় পাওয়া যাবে যে সম্পর্কে সতর্ক থাকা দরকার। এছাড়া, উপকরণের সীমাবদ্ধতা এবং উপস্থিত পন্থা পদ্ধতির প্রযোজ্যতা সম্পর্কেও সতর্ক হওয়া দরকার। সেলটিজ এবং অন্যান্যদের (Seltiz ctal) মতে গবেষণামূলক প্রশ্ন রচনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত কোনো নির্দেশ দেওয়া যায়না। তবুও, অভিজ্ঞতাসূত্রে তাঁরা কয়েকটি সহায়ক পদক্ষেপের উল্লেখ করেন। এগুলি হল—(ক) প্রাথমিক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে গবেষণা বিষয়ে নিবিষ্ট হওয়া, (খ) গবেষণা বিষয় সম্পর্কে মুদ্রিত রচনাবলী (পুস্তক, গবেষণা প্রতিবেদন, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি) পাঠের দ্বারা বিষয় সম্পর্কে যথার্থ অবহিত হওয়া এবং (গ) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনার দ্বারা বিষয় সম্পর্কে বিশেষ পরিচিত হওয়া। উল্লিখিত পদক্ষেপগুলি গ্রহণ বা অনুসরণ করে গবেষণা বিষয়ের অপেক্ষাকৃত জটিল সমস্যামূলক দিকগুলি অনুধাবন করতে হয় এবং মূল সমস্যাটি চিহ্নিত করতে হয়। অতঃপর, ঐ মূল সমস্যাকে কতকগুলি বিশেষ গবেষণা মূলক প্রশ্নে (specific question) সাজাতে হয়। গবেষণার উদ্দেশ্য অনুযায়ী এই প্রশ্ন ভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। বর্ণনামূলক গবেষণায় এই প্রশ্ন হয় 'কী' বাচক; ব্যাখ্যামূলক গবেষণায় এই প্রশ্ন হল 'কেন' বাচক। তবে, প্রশ্ন যে ধরনেই হোক সেলটিজ ও অন্যান্যদের এবং ইয়ং এর মতে গবেষণা সুপরিচালনার জন্য গবেষণামূলক প্রশ্ন সীমিত বা স্বল্প সংখ্যক হওয়া দরকার।

অনুশীলনী - ২

১। গবেষণামূলক সমস্যা কাকে বলে?

২। কোন ধরনের গবেষণায় গবেষণামূলক সমস্যা গঠন প্রাথমিক সোপান হয় না?

৩। গবেষণামূলক সমস্যা কী রকম হওয়া দরকার?

৪। গবেষণামূলক প্রশ্নের ব্যাপকতা কেমন হওয়া দরকার?

৩.৫ গবেষণা নকশা

গবেষণা মূলক প্রশ্ন গঠন বা প্রকল্প নির্মাণের পর ঐ প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণ বা প্রকল্প পরীক্ষণের সুবিধার্থে গবেষণা নকশা প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। কম সময়ে কম খরচে গবেষণা ক্রিয়া অনুসরণে গবেষণা নকশা কার্যকরী নির্দেশ দিয়ে থাকে। গবেষণার লক্ষ্য, প্রস্তাব্য অর্থ, সময় ও মানবসম্পদ সাপেক্ষে গবেষণা নকশা তথ্য সংগ্রহের ও বিশ্লেষণের পদ্ধতি ও কৌশল আগাম নির্ধারণ করে থাকে। কোঠারির (Kothari) মতে গবেষণা নকশা হল তথ্য সংগ্রহের, পরিমাপের এবং বিশ্লেষণের প্রতিচিত্র (blueprint for the collection, measurement and analysis of data)। গবেষণা নকশার কয়েকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল ঃ

গবেষণা নকশা হল কোনো গবেষণামূলক সমস্যার প্রাসঙ্গিক তথ্য এবং তথ্যসূত্রের নির্দেশক পরিকল্পনা।

গবেষণা নকশা হল তথ্য সংগ্রহের এবং বিশ্লেষণের রণনীতি।

গবেষণা নকশা হল সময় এবং অর্থের সঙ্গে গবেষণা ক্রিয়ার সঙ্গতি সাধক পরিকল্পনা।

অনুশীলনী - ৩

১। গবেষণা প্রক্রিয়ার কোন পর্যায়ে গবেষণা নকশা প্রস্তুত করা হয়?

২। গবেষণা নকশা কাকে বলে?

৩। গবেষণা নকশার কার্যকারিতা কী?

৩.৫.১ গবেষণা নকশার বিভিন্ন রূপ

গবেষণার উদ্দেশ্যভেদে গবেষণার বিভিন্নরূপ পরিলক্ষিত হয়। এই বিভিন্নরূপ গবেষণার নকশা ভিন্নধর্মী হয়ে থাকে। অন্বেষণমূলক গবেষণা, বর্ণনামূলক গবেষণা, ব্যাখ্যামূলক গবেষণা এবং পরীক্ষণমূলক গবেষণার নকশা ভিন্ন রকম হয়ে থাকে। তবে, সমাজতত্ত্বে পরীক্ষামূলক গবেষণা সাধারণত অনুসৃত হয় না। এছাড়া, বর্ণনাত্মক এবং ব্যাখ্যামূলক গবেষণার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক এবং কিছুক্ষেত্রে সাদৃশ্য থাকায় এই দুই গবেষণার পদ্ধতি সাধারণত একই সাথে (Description & Diagnostic) আলোচিত হয়ে থাকে। তাই, গবেষণা নকশার বিভিন্ন রূপ বলতে অন্বেষণমূলক এবং বর্ণনামূলক গবেষণা নকশার আলোচনা করা হল।

অন্বেষণ মূলক গবেষণা নকশা ঃ

কোনে নতুন বিষয় বা স্বল্পচর্চিত বিষয় সম্পর্কে প্রাথমিক অনুসন্ধান হল অন্বেষণ মূলক গবেষণা। এ গবেষণার উদ্দেশ্য হল পরবর্তী পর্যায়ে সুবিন্যস্ত এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণার গবেষণামূলক প্রশ্ন নির্ধারণ করা। সেলটিজ, জাহোদা এবং অন্যান্যদের (Seltiz, Jahoda etc.) মতে এরূপ গবেষণার মাধ্যমে কোনো দৃশ্যবস্তুর সম্যক পরিচিতি এবং সারবস্তু নিরীক্ষণ ধরা যায় এবং অপেক্ষাকৃত বেশি যথার্থ গবেষণামূলক সমস্যা বা প্রকল্প নির্ধারণ করা যায়। কিন্তু এই ধরনের গবেষণার ধরা বাঁধা পন্থা পদ্ধতি না থাকায় এই গবেষণা হয় খোলা-মেলা, নমনীয় এবং সৃজনশীল। তবে, সেলটিজ জাহোদা এবং অন্যান্যরা তাঁদের গবেষণার অভিজ্ঞতা সূত্রে কয়েকটি পদক্ষেপের উল্লেখ করেন যেগুলি নিম্নবর্ণিত ক্রমে আলোচনা করা হল।

(ক) সংশ্লিষ্ট মুদ্রিত রচনা বীক্ষা

গবেষণা বিষয় সংক্রান্ত মুদ্রিত রচনা (গ্রন্থ, গবেষণা প্রতিবেদন, নিবন্ধ, পত্র-পত্রিকা প্রভৃতি) পাঠ বিশেষ কার্যকরী হয়ে থাকে। এই পাঠ সূত্র গবেষণা বিষয় সম্পর্কে কী অন্বেষণ করা হয়েছে কীভাবে করা হয়েছে, কী জানা গেছে ইত্যাদি সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। এছাড়া, কী জানা যায় নি তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এই সূত্রেই বিষয় সম্পর্কে গবেষণার প্রশ্ন বা প্রকল্প নির্দেশ করা যায়, যা পরবর্তী গবেষণার সূত্র হয়ে থাকে।

(খ) অভিজ্ঞতা বীক্ষা

গবেষণা বিষয় বা ক্ষেত্র সম্পর্কে ওয়াকিবহাল বা অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সমীক্ষা গবেষণা বিষয় সম্পর্কে

অন্তর্দৃষ্টি গঠনে সহায়ক হয়ে থাকে। এই উদ্দেশ্যে যে বা যারা ঐ বিষয়ে গবেষণা করেছেন বা করছেন, অথবা বিষয় সম্পর্কে বস্তুগত বা তাত্ত্বিক জ্ঞানের অধিকারী তাদের সমীক্ষা করতে হয়। এই সমীক্ষা সংগঠিত বা অসংগঠিত সাক্ষাৎকার ধর্মী হতে পারে। তবে, সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্যে একটি প্রশ্নমালা গঠন এক্ষেত্রে বিশেষ উপযোগী হয়ে থাকে। বিষয় সম্পর্কে অভিজ্ঞ উত্তরদাতাদের ঐ প্রশ্নমালা অনুযায়ী সাক্ষাৎকারে নেওয়া সুবিধাজনক হয়। তবে এই সাক্ষাৎকার অনমনীয় হবে না। উত্তরদাতাদের বিষয় সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষক প্রশ্ন তোলার সুযোগ দিতে হবে, যাতে বিষয়টির বিভিন্ন দিকের প্রতি আলোকপাত করা যায়।

(গ) অন্তর্দৃষ্টি উদ্রেককারী একক বিশেষ সমীক্ষা

যে বিষয় বা ক্ষেত্র সম্পর্কে পথনির্দেশক অভিজ্ঞতার অভাব থাকে সে বিষয়ে বা ক্ষেত্রে অন্তর্দৃষ্টি উদ্রেককারী একক বিশেষ সমীক্ষা বিশেষ উপযোগী হয়ে থাকে। অন্তর্দৃষ্টি উদ্রেককারী একক বলতে সাধারণত বিপরীত ব্যক্তি বা বিশেষ বৈশিষ্ট্য সমন্বিত ব্যক্তিকে বোঝায়। এক্ষেত্রে উদাহরণ হিসাবে আগন্তুক, প্রান্তিক মানুষ, বিভিন্ন স্তরের মানুষ ইত্যাদির উল্লেখ করা যায়। এইসব মনোনীত একক সমূহের পুঙ্খানুপুঙ্খ সমীক্ষা করা হয়ে থাকে। এ উদ্দেশ্য ব্যক্তিগত নাম পর্যালোচনা, অসংগঠিত সাক্ষাৎকার প্রক্রিয়া ইত্যাদি অনুসরণ করা হয়ে থাকে। এইসব প্রক্রিয়া অবলম্বনে অনুসৃত সমীক্ষা সূত্রে গবেষণা বিষয় সম্পর্কে গবেষণামূলক প্রশ্ন বা প্রকল্প গঠন করা হয়ে থাকে।

বর্ণনামূলক (ও কারণ নিরূপক) গবেষণা নকশা ঃ

বর্ণনামূলক গবেষণায় কোনো ব্যক্তির বা গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্যাবলীর বিশদ বর্ণনা দেওয়া হয়ে থাকে। কারণ নিরূপণকারী বা ব্যাখ্যামূলক গবেষণায় কোনো কিছু ঘটায় পরিসংখ্যা নির্ধারণ এবং অন্য কোনো ঘটনার সাথে উহার সম্পর্ক নির্দেশ করা হয়ে থাকে। কোনো অবস্থা, ঘটনা ইত্যাদির পূর্ণাঙ্গ এবং যথাযথ সংবাদ প্রতিবেদন এই দুই ধরনের গবেষণার উদ্দেশ্য হওয়ার পদ্ধতিগত ক্ষেত্রে উহাদের মধ্যে সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। সংবাদ প্রতিবেদনে নিরপেক্ষতা ও নির্ভরযোগ্যতা বজায় রাখার জন্য দুই ক্ষেত্রেই অতি সতর্কতার সহিত গবেষণা প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি নির্ধারণ করতে হয়। এক্ষেত্রে পদ্ধতিগত নিয়মকানুন অনুসরণ করতে হয়। এই পদ্ধতিগত দিক সহ গবেষণা নকশার অন্যান্য দিকগুলি নিম্নরূপে উল্লেখ করা যায়।

গবেষণা নকশার প্রথম পদক্ষেপ হল নৈর্ব্যক্তিকভাবে গবেষণামূলক প্রশ্ন করা। এই প্রশ্ন যথেষ্ট নির্দিষ্টভাবে করা দরকার প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহ সুনিশ্চিত করার জন্য। এই পর্বেই গবেষণামূলক প্রশ্ন অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ধারণা কার্যকরীকরণ করা হয় ঐ ধারণা যথার্থ পরিমাপের জন্য।

পরবর্তী পদক্ষেপ হল প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি ও কেশল নির্ধারণ করা। তথ্য সংগ্রহের বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশল যেমন, পর্যবেক্ষণ, সাক্ষাৎকার, নথি পর্যালোচনা প্রশ্নমালা ইত্যাদি উপস্থিত থাকতে দেখা যায়। গবেষককে গবেষণার ক্ষেত্র, প্রয়োজনীয় তথ্য, শুদ্ধতামাত্রা ইত্যাদি বিচার করে গবেষণা পদ্ধতি ও কৌশল মনোনয়ন করতে হয়। এক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা এবং নির্ভরযোগ্যতা অত্যাবশ্যক নির্দেশক নীতি হিসাবে পালনীয় হয়ে থাকে।

পরবর্তী পদক্ষেপ হল পর্যবেক্ষণ একক মনোনয়ন করা। বেশির ভাগ গবেষণাই নমুনা সমীক্ষামূলক হওয়ায় নমুনায়ন এক্ষেত্রে এক বিশেষ কৌশল হিসাবে অনুসৃত হয়ে থাকে। নমুনায়ন সম্ভাবনা নির্ভর বা সম্ভাবনা অ-নির্ভর হয়। তবে, নির্ভরযোগ্যতা শুদ্ধতা এবং সাধারণীকরণের দিক থেকে সম্ভাবনা নির্ভর নমুনায়নই যথার্থ।

নমুনায়ন প্রক্রিয়ায় পর্যবেক্ষণ-একক মনোনয়নের পর উল্লিখিত গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণে প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। তথ্যের শুদ্ধতা রক্ষার্থে তথ্য সংগ্রহে সতর্কতা করতে হয়। এ উদ্দেশ্যে সংগৃহীত তথ্যের পূর্ণাঙ্গতা, বোধগম্যতা, সামঞ্জস্য এবং নির্ভরযোগ্যতা নিরীক্ষা করতে হয়।

অতঃপর সংগৃহীত তথ্যাবলী প্রক্রিয়াকরণ এবং বিশ্লেষণ গবেষণা নকশার এক বিশেষ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ হয়ে থাকে। এ উদ্দেশ্যে তথ্য সংকেতায়ন প্রক্রিয়া, তথ্যসারণী বন্ধকরণ ও অন্যান্য পরিসংখ্যানগত কৌশল প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, তথ্য বিশ্লেষণের কৌশল সমূহ তথ্য সংগ্রহের পূর্বে অর্থাৎ তথ্য সংগ্রহের উপায় বা কৌশল প্রণয়ন পর্বে আগাম নির্ধারণ করতে হয়।

এই গবেষণা নকশার শেষ স্তর হল গবেষণা প্রতিবেদন পেশ। গবেষণার প্রাপ্ত সংবাদ অপরের কাছে প্রতিবেদিত করার জন্য প্রতিবেদনের যথার্থ পরিকল্পনা করা দরকার।

এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, বর্ণনামূলক ও কারণ নিরূপণকারী গবেষণার গবেষণা নকশার বিভিন্ন পদক্ষেপের সাথে সামাজিক গবেষণার (নিরীক্ষামূলক গবেষণার) বিভিন্ন স্তরের বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়।

অনুশীলনী - ৪

১। অন্বেষণমূলক গবেষণা নকশা কী ধরনের হয়?

২। বর্ণনামূলক ও কারণ নিরূপণমূলক গবেষণার মধ্যে সাদৃশ্য থাকার কারণ কী?

৩। বর্ণনামূলক ও কারণ নিরূপণমূলক গবেষণা নকশার বিশেষ দিকগুলি কী?

৩.৫.২ গবেষণা নকশার বিভিন্ন স্তর

উদ্দেশ্যগত দিক থেকে গবেষণার বিভিন্ন রূপ থাকায় গবেষণা নকশার তারতম্য থাকা সত্ত্বেও গবেষণা নকশার কতকগুলি সাধারণ স্তর উল্লেখিত হয়ে থাকে। থেরেসে বেকার (Therese Baker) গবেষণা নকশার (research plan) এগারটি পর্যায়ের উল্লেখ করেন। এই পর্যায় বা স্তরগুলি নিম্নক্রমে আলোচনা করা হল।

১। বিষয় নির্ধারণ

গবেষণা বিষয়টি প্রথমে নির্দিষ্ট করতে হয়। এক্ষেত্রে বিষয়টিকে ইতিমধ্যে জ্ঞাত তথ্যের নিরিখে উপস্থাপন করতে হয়। যেমন, কোনো জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার সাথে উগ্রপন্থার সম্পর্ক গবেষণার বিষয় হলে বিষয়টিকে ইতিমধ্যে জ্ঞাত বাস্তব সংবাদের ভিত্তিতে সংবাদের ভিত্তিতে উত্থাপন করতে হয়।

২। বিষয় সম্পর্কে প্রাপ্ত জ্ঞান অন্বেষণ

সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অধীত জ্ঞান বা গবেষণাকৃত সংবাদ পর্যালোচনা করে বিষয় সম্পর্কে প্রাপ্তজ্ঞানের সংক্ষিপ্ত ও প্রাসঙ্গিক পরিচয় দেওয়া দরকার। এই পরিচিতি সূত্রেই গবেষণা বিষয়টির উত্থাপন বিশেষ মাত্রা পেয়ে থাকে।

৩। ধারণার স্পষ্ট সংজ্ঞা রচনা

গবেষণা বিষয়ের সাথে অন্বিত বিভিন্ন ধারণাবলীর যথাযথ এবং স্পষ্ট সংজ্ঞা প্রদান করা দরকার। ধারণা যথার্থ স্পষ্ট হলেই তা পরিমাপযোগ্য হয়। যেমন, অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা বা উগ্রপন্থা বলতে কী বোঝান হচ্ছে তা স্পষ্ট করা দরকার।

৪। তথ্যসংগ্রহ পদ্ধতি নির্ধারণ

প্রাসঙ্গিক তথ্যসূত্র এবং তথ্যসংগ্রহ পদ্ধতি উল্লেখ করা দরকার। এক্ষেত্রে তথ্যলভ্যতাও উল্লেখ করা দরকার।

৫। ধারণা কার্যকরীকরণ

গবেষণা নকশায় গবেষণা বিষয় অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন ধারণাবলী কীভাবে কার্যকরী করা হবে তা উল্লেখ করা দরকার। নিরীক্ষামূলক গবেষণায় সাধারণত প্রশ্নমালা, সূচক এবং স্কেল এর মাধ্যমে ধারণা কার্যকরীকরণ করা হয়ে থাকে।

৬। নমুনায়ন প্রক্রিয়ার উল্লেখ

কাদের কাছ থেকে সংবাদ সংগ্রহ করা হবে বা পর্যবেক্ষণ-একক নির্ধারণে নমুনাচয়ন প্রক্রিয়া উল্লেখ করা দরকার। এক্ষেত্রে সম্ভাবনা নির্ভর বা সম্ভাবনা অ-নির্ভর নমুনাচয়নের কোন কোন কৌশল অবলম্বন করা হবে তা যুক্তিসহ উল্লেখ করা দরকার।

৭। গবেষণার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য উল্লেখ

গবেষণা কোনো বাস্তব সমস্যা সমাধানের জন্য, উপস্থিত জ্ঞানের সত্যয়ান, পরিমার্জন বা পরিবর্তনের জন্য করা হতে পারে। কোন উদ্দেশ্যে গবেষণা করা হচ্ছে তা উল্লেখ করা দরকার।

৮। তথ্যসংগ্রহ

তথ্যসংগ্রহ পরিকল্পনা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা দরকার। ক্ষেত্রসমীক্ষার ক্ষেত্রে তথ্যসংগ্রহ পদ্ধতির আগাম নির্দেশ দেওয়া অসুবিধাজনক। কিন্তু, নিরীক্ষা বা পরীক্ষামূলক গবেষণার ক্ষেত্রে তথ্যসংগ্রহ পরিকল্পনা যথাযথভাবে উল্লেখ করা সম্ভব হয়ে থাকে।

৯। তথ্যপ্রক্রিয়াকরণ

সংগৃহীত তথ্যাবলী বিশ্লেষণের যোগ্য করার জন্য সুবিন্যস্ত প্রক্রিয়ার উল্লেখ গবেষণা নকশায় করা দরকার।

পরিমাণগত তথ্য হলে কীভাবে পরিগণকে প্রক্রিয়াকরণ করা হবে তা উল্লেখ করা দরকার। গুণবাচক তথ্য হলে সেগুলির শ্রেণি বিন্যাসকরণ প্রক্রিয়া উল্লেখ করা দরকার।

১০। তথ্য বিশ্লেষণ

তথ্য বিশ্লেষণের বিভিন্ন কৌশল ও প্রক্রিয়ার উল্লেখ গবেষণা নকশায় থাকা দরকার।

১১। গবেষণা প্রতিবেদন

যে কোন গবেষণার শেষ কিন্তু মুখ্য পর্যায় হল প্রতিবেদন পেশ। কী ধরনের প্রতিবেদন পেশ করা হবে, প্রতিবেদনের কাঠামো বা মর্ম কী হবে তার ইঙ্গিত গবেষণা নকশায় দেওয়া দরকার।

অনুশীলনী - ৫

১। গবেষণা নকশায় সাধারণত কতগুলি স্তর থাকে?

২। এই স্তরগুলি কী একে অপরের থেকে বিযুক্ত থাকে?

৩। গবেষণা প্রতিবেদন কী গবেষণা নকশার এক জরুরি পর্যায়?

৩.৬ সারাংশ

সামাজিক গবেষণা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে অনুসৃত হয়ে থাকে। কোনো নতুন ক্ষেত্র বা স্বল্পচর্চিত ক্ষেত্র সম্পর্কে আলোকপাত করা, কোনো বিষয় বা ঘটনা সম্পর্কে বিশদ বিবরণ দান, কোনো ঘটনার একাধিক চলের মধ্যে সম্পর্ক নির্দেশ করা এবং কোনো ঘটনার কার্যকরণ সূত্র নির্দেশে প্রকল্প পরীক্ষার জন্য গভেষণা অনুসৃত হয়ে থাকে। এই বিবিধ উদ্দেশ্যগত দিক থেকে সামাজিক গবেষণা বিভিন্ন নামে—অন্বেষণমূলক গবেষণা, বর্ণনামূলক গবেষণা, কারণ নিরূপক বা ব্যাখ্যামূলক সমস্যা গঠন দিয়ে শুরু হয়ে থাকে। এই গবেষণামূলক সমস্যা তাত্ত্বিক বা বাস্তব সামাজিক সমস্যা সংক্রান্ত হয়ে থাকে। মুদ্রিত রচনা পর্যালোচনা, বাস্তব অভিজ্ঞতা ও গবেষণামূলক প্রতিবেদন সূত্রে গবেষণামূলক সমস্যা গঠন করা হয়ে থাকে। এই গবেষণামূলক সমস্যা দিয়ে গবেষণাক্রিয়া শুরু হলেও গবেষণামূলক প্রশ্নের উত্তর উন্বেষণ করার জন্য গবেষণা নকশা প্রস্তুত করা দরকার হয়। গবেষণা নকশা সীমিত অর্থ, সময় ও মানব সম্পদের মিতব্যয়ে গবেষণামূলক প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণের পথনির্দেশ দিয়ে থাকে। বিভিন্ন ধরনের গবেষণার নকশা ভিন্ন রকম হয়ে থাকে। অন্বেষণমূলক গবেষণায় কোনো দুষ্পরিবর্তনীয় পথনির্দেশ থাকে না। তবুও, মুদ্রিত রচনা পর্যালোচনা, অভিজ্ঞতা বীক্ষা ও অন্তঃর্দৃষ্টি প্রদানকারী একক বিশেষের সমীক্ষা এক্ষেত্রে নির্দেশিত পাথেয় হয়ে থাকে। বর্ণনামূলক ও কারণ নিরূপক গবেষণার মধ্যে সাদৃশ্যসূত্রে একই ধরনের গবেষণা নকশা অনুসৃত হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে গবেষণা নকশার বিভিন্ন স্তরগুলি মোটামুটিভাবে সামাজিক গবেষণার বিভিন্ন পর্যায় অনুসারী হয়ে থাকে। পরীক্ষণমূলক গবেষণা প্রক্রিয়া সাধারণত সামাজিক গবেষণায় অনুসৃত হয় না। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য, সামাজিক গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়গুলি কিছু বিশ্লিষ্ট হয়ে গবেষণা নকশার বিভিন্ন স্তর হিসাবে বর্ণিত হয়ে থাকে।

৩.৭ সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

১। কারণ নিরূপক বা ব্যাখ্যামূলক গবেষণার উদ্দেশ্য কী?

২। গবেষণামূলক সমস্যা গঠনে কোন কোন দিকের প্রতি নজর রাখতে হয়?

৩। গবেষণামূলক সমস্যা গঠনের সহায়ক পদক্ষেপগুলি উল্লেখ করুন।

৪। গবেষণা নকশার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।

৫। অন্বেষণমূলক গবেষণা নকশার বিভিন্ন পর্যায়গুলির পরিচয় দিন।

৬। গবেষণা নকশার বিভিন্ন পর্যায়গুলি উল্লেখ করুন।

৩.৮ উত্তর সংকেত

অনুশীলনী - ১

১। অন্বেষণমূলক গবেষণার উদ্দেশ্য হল সামাজিক ঘটনা সম্পর্কে পরিচিত হওয়া অথবা ঐ ঘটনা সম্পর্কে নতুন আলোকপাত করা।

২। ব্যাখ্যামূলক গবেষণার উদ্দেশ্য হল কোন ঘটনার পরিসংখ্যা নির্ণয় করা এবং ঐ ঘটনার সাথে অন্য কোনো ঘটনার সম্পর্ক নির্ণয় করা।

অনুশীলনী - ২

১। গবেষণামূলক সমস্যা বলতে তাত্ত্বিক বা বাস্তব ক্ষেত্রের কোনো জটিলতা নির্দেশকে বোঝায়।

২। অন্বেষণমূলক গবেষণায় গবেষণামূলক সমস্যা গঠন প্রাথমিক সোপান হয় না।

৩। গবেষণামূলক সমস্যা সুনির্দিষ্ট এবং পরীক্ষণযোগ্য হওয়া দরকার।

৪। গবেষণামূলক প্রশ্ন সীমিত এবং স্বল্প সংখ্যক হওয়া দরকার।

অনুশীলনী - ৩

১। গবেষণা প্রক্রিয়ায় গবেষণামূলক প্রশ্ন গঠন বা প্রকল্প নির্মাণের পরে গবেষণা নকশা প্রস্তুত করতে হয়।

২। গবেষণা নকশা হল তথ্য সংগ্রহের, পরিমাপের এবং বিশ্লেষণের প্রতিচিত।

৩। কম সময়ে কম খরচে গবেষণাক্রিয়া অনুসারণের জন্য গবেষণা নকশা কার্যকরী নির্দেশ দিয়ে থাকে।

অনুশীলনী - ৪

১। অন্বেষণমূলক গবেষণা নকশা হয় খোলামেলা। এক্ষেত্রে পদ্ধতিগত কোনো বাধ্যবাধকতা থাকে না।

২। বর্ণনামূলক এবং কারণনিরূপক গবেষণামূলক বিষয় সম্পর্কে বিশদ এবং যথার্থ বর্ণনা দিয়ে থাকে। এছাড়া, এই দুই ধরনের গবেষণায় নিরপেক্ষতা ও নির্ভরযোগ্যতা বজায় রাখার জন্য পদ্ধতিগত বাধ্যবাধকতা অনুসরণ করতে হয়।

৩। বর্ণনামূলক ও কারণনিরূপক গবেষণা নকশার বিশেষ দিকগুলি হল ঃ

গবেষণামূলক প্রশ্নগঠন, তথ্যসংগ্রহ, পদ্ধতি ও কৌশল নির্দেশ, পর্যবেক্ষণ-একক মনোনয়ন প্রক্রিয়া নির্দেশ, তথ্যপ্রক্রিয়াকরণ ও বিশ্লেষণের কৌশল নির্ধারণ, প্রতিবেদন কাঠামো নির্দেশ।

অনুশীলনী - ৫

১। গবেষণা নকশার ১১টি স্তরের উল্লেখ পাওয়া যায়।

২। না। স্তরগুলি একে অপরের সাথে পারস্পরিক সম্পর্কে অবস্থান করে।

৩। হ্যাঁ। গবেষণার প্রাপ্তসংবাদই হল গবেষণার কার্যকরী অংশ। এই প্রাপ্তসংবাদ প্রতিবেদনের মাধ্যমেই অন্যের গোচরে আসায় গবেষণা প্রতিবেদন গবেষণা নকশার এক জরুরি স্তর হয়ে থাকে।

অনুশীলনী

১। কারণনিরূপক গবেষণার উদ্দেশ্য হল কোন ঘটনার পরিসংখ্যা নির্ণয় করা এবং ঐ ঘটনার সাথে অন্য কোন ঘটনার সম্পর্ক নির্ণয় করা।

২। গবেষণামূলক সমস্যা গঠনে সময়লভ্যতা, উপকরণের সীমাবদ্ধতা ও উপস্থিত পন্থা পদ্ধতির প্রযোজ্যতার প্রতি নজর দিতে হয়।

৩। গবেষণামূলক সমস্যা গঠনের সহায়ক পদক্ষেপগুলি হল ঃ

(ক) প্রাথমিক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে গবেষণা বিষয়ে নিবিষ্ট হওয়া। (খ) গবেষণা বিষয় সম্পর্কে মুদ্রিত রচনাবলী পর্যালোচনা, (গ) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সাথে আলোচনা।

৪। গবেষণা নকশার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হল ঃ

গবেষণা নকশা হল কোনো গবেষণামূলক সমস্যার প্রাসঙ্গিক তথ্য এবং তথ্যসূত্রের নির্দেশক পরিকল্পনা;

গবেষণা নকশা হল তথ্যসংগ্রহের এবং তথ্যবিশ্লেষণের রণনীতি;

গবেষণা নকশা হল সময় এবং অর্থের সঙ্গে গবেষণা ক্রিয়ার সঙ্গতি সাধক পরিকল্পনা।

৫। অন্বেষণমূলক গবেষণার বিভিন্ন পর্যায়গুলি নিম্নরূপ ঃ

(ক) বিষয়সংক্রান্ত মুদ্রিত রচনা পাঠের দ্বারা গবেষণা ক্ষেত্র সম্পর্কে অবহিত হওয়া;

(খ) গবেষণা বিষয় বা ক্ষেত্র সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাথে আলোচনা করে বিষয় সম্পর্কে বিশেষ অবহিত হওয়া;

(গ) অন্তর্দৃষ্টি প্রদানকারী একক বিশেষের সমীক্ষা করে বিষয় বা ক্ষেত্র সম্পর্কে সম্যকভাবে অবহিত হওয়া।

৬। গবেষণা নকশার বিভিন্ন স্তরগুলি হল নিম্নরূপ ঃ

(ক) গবেষণার বিষয় নির্ধারণ, (খ) বিষয় সম্পর্কে প্রাপ্তজ্ঞান পর্যালোচনা, (গ) ধারণা স্পষ্টীকরণ, (ঘ) তথ্যসংগ্রহের পদ্ধতি নির্দেশ, (ঙ) ধারণা কার্যকরী করণ, (চ) নমুনায়ন প্রক্রিয়ার উল্লেখ, (ছ) গবেষণার উদ্দেশ্য উল্লেখ, (জ) তথ্যসংগ্রহ, (ঝ) তথ্যপ্রক্রিয়াকরণ কৌশল উল্লেখ, (ঞ) তথ্যবিশ্লেষণ কৌশল উল্লেখ, (ট) গবেষণার প্রতিবেদন কাঠামো নির্দেশ।

৩.৯ গ্রন্থপঞ্জী

১। কোঠারি, সি. কে. ঃ রিসার্চ মেথডোলোজি ঃ মেথডস্ এন্ড টেকনিকস্ (দ্বিতীয় সংস্করণ) উইলি ইষ্টার্ন লিমিটেড, নিউ দিল্লি, ১৯৯০।

২। ঘোষ, বি. এন. ঃ সাইনটিফিক মেথডস্ এন্ড সোশ্যাল রিসার্চ (দ্বিতীয় সংস্করণ) স্টার্লিং পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, নিউ দিল্লি, ১৯৮৪।

৩। বেকার, থেরেসে এল. ঃ ডুইং সোশ্যাল রিসার্চ (দ্বিতীয় সংস্করণ) ম্যাকগ্রহিল, ইনক, সিঙ্গাপুর, ১৯৯৪।

৪। চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণদাস, সামাজিক গবেষণা, পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া (দ্বিতীয় সংস্করণ) আরামবাগ বুক হাউস, কোলকাতা, ২০০২।